গাংনীতে বাবার মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে মেয়ের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে বাবার মোটরসাইকেল থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়ে বেবী (৩৫) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (৭ এপ্রিল) ভোর ৬টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার চোখতোলা নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত বেবী উপজেলার রায়পুর গ্রামের (ভারত প্রবাসী) তুষার আলীর স্ত্রী ও একই গ্রামের রাহিম উদ্দিন ওরফে জুলহাসের মেয়ে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক এম কে রেজা মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, মাথার পিছনের অংশ মারাত্মক জখম হওয়ার ফলে ক্রমাগত রক্তক্ষরণ হয়। যার ফলে তিনি হাসপাতালে আসার পূর্বে মারা গেছে।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী জোড়পুকুরিয়া গ্রামের ইয়ার আলীর স্ত্রী ফেলুজান জানান, শুক্রবার ভোর বেলার দিকে বেবীকে নিয়ে তার বাবা রাহিম উদ্দিন বামন্দীর দিকে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে চোখতলার নতুন নির্মাণ করা উঁচু রাস্তা থেকে নিচের দিকে নামার সময় বেবী অসাবধানতাবশত মোটরসাইকেলের পেছন থেকে ইটের ওপর পড়ে মাথার পিছনের অংশে গুরুতর জখম হয়।

ঘটনাটি চোখের সামনে ঘটতে দেখে তার বাবাও সাময়িকভাবে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এ সময় স্থানীয়রা বাবা-মেয়েকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার সময়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে তার মৃত্যু হয়। তবে তার বাবা কোনও আঘাত পাননি।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় এক তরুণীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছি, ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি দল পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে অগ্নিকান্ডে বাড়ির মালিক দগ্ধ ও ১টি গরুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটী ইউনিয়নের ধর্মচাকী গ্রামে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার দুপুরে ওই গ্রামের আকমান আলী ও আলতাব হোসেনের বাড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে ১ টি গরুর মারা গেছে ও ২ টি গরু দগ্ধ হয়েছে। সেই সাথে বাড়ির মালিক আকমাল হোসেন দগ্ধ হয়। তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় দুই বাড়িতে প্রায়ই ১০ লক্ষ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে। এছাড়াও আলতাব হোসেনের বসত বাড়ীতে গুচ্ছিত ১লক্ষ ৪০হাজার টাকা পুড়ে গেছে বলেও জানা যায়।

জানা গেছে,আলতাব হোসেনের বাড়ির পাশে প্রতিবেশী মৃত হারেজুল ইসলামের ছেলে বিপুল হোসেন তামাকে তাপ দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তামাক ঘর থেকে অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত হয়। পরে ওই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আকমান হোসেন ও আলতাব হোসেনের বসত বাড়ীর গোয়াল ঘরে।

এসময় তাদের গোয়ালে থাকা ১গরু মারা যায় ও ২টি গরু দগ্ধ হয়। খবর পেয়ে বামন্দী ফায়ার স্টেশনের একটিদল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে নেয়ার আগেই ঘরে রাখা নগদ টাকা ও মালামাল পুড়ে যায়।

জামিনে বেরিয়ে গাংনীর সুদ ব্যবসায়ী আনারুল আরও বেপরোয়া

গাংনী উপজেলার ভোমরদহ গ্রামের গৃহবধু শিউলী খাতুন ও নিলুফার ইয়াসমীন। আর্থিক অনটনের কারণে গাংনী উপজেলা শহরের উত্তরপাড়া এলাকার মৃতু ইউনুছ আলীর ছেলে সুদ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলামের কাছ থেকে ব্যাংক চেক দিয়ে ২ লাখ টাকা নেন। প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা দিয়ে গত দেড় বছরে তিন লাখ পরিশোধ করেন। তারপরেও এখন সুদ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলাম শিউলীর কাছে ২ লাখ টাকা দাবী করছে। এঘটনায়

ভুক্তভোগী ওই নারী গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগে দিয়েছেন।

গত ৩ এপ্রিল বিষয়টি নিয়ে গাংনী থানা পুলিশ ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা বসে চেক ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রতি দেন আনারুল ইসলাম।

একই অভিযোগে করেছেন, ভোমরদহ গ্রামের তাইজাল ইসলামের স্ত্রী নিলুফা ইয়াসমীন। তিনি বলেন আমি আনারুল ইসলামের কাছ থেকে ২ লাখ টাকা সুদে নিয়ে তাকে ৩ লাখ ৪০ হাজার টাকা পরিশোধ করার পরেও সে এখন ২ রাখ টাকা দাবী করে বিভিন্নভাবে হুমকী ধামকী ও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগাল করে আসছেন।

এঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার বিকালে গাংনী উপজেলা শহরের সাবেক ছাত্র নেতা শাহিদুজ্জামান শিপুর অফিসে ওই দুই নারী তাদের উপর সুদ কারবারী আনারুল ইসলাম, জমির উদ্দীনের ছেলে সুদ ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম ও মহিজ উদ্দীনের ছেলে সুদ ব্যবসায়ী শফি’র বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনেন। এর আগে এই সুদ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

এদিকে সাবেক ছাত্র নেতা শিপু এই সব নারীদের পক্ষে কথা বলায় সুদ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলাম গতকাল বিকালে তার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন।

এঘটনায় শাহিদুজ্জামান শিপু তাৎক্ষনিকভাবে স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে বিষয়টি তুলে ধরে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তিনি অভিযোগ করেন, সুদ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলাম, এলাকার গরীব অসহায় মানুষের মধ্যে সুদের টাকা বিতরণ করে চড়া সুদের টাকা আদায় করে থাকেন। তার অত্যাচার নির্যাতন ও দৌরাত্মে স্বামীর ঘর ছাড়া হয়েছেন অনেক নারী। তাদের মধ্যে ঘর ছাড়া এক অসহায় নারী শিউলী খাতুন ও নিলুফা ইয়াসমীন। তারা দুজনেই আনারুল ইসলামের কাছে থেকে চড়া সুদে টাকা নিয়ে এখন স্বামীর ঘর ছাড়া হয়ে পড়েছেন।

তারা দুজনেই আনারুল ইসলামের কাছ থেকে সুদের উপর টাকা নিয়ে সুদসহ আসল টাকা পরিশাধে করার আরও টাকার দাবি করে মিথ্যা মামলার হুমকি, শারীরিক ও মানষিক নির্যাতন চালান।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিউলী খাতুন লিখিত বক্তব্যেই বলেন, আমার নিকট থেকে আমার স্বাক্ষরিত সোনালী ব্যাংক শাখার একটি ব্লাঙ্ক (ফাঁকা) চেক জমা নিয়ে আমাকে ২ লাখ টাকা প্রদান করেন আনারুল। আমি মাসিক ২০ হাজার টাকা সুদসহ দেড় বছরে ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা পরিশাধে করার পরও

আমাকে আমার চেক ফেরত দেয়নি সে।আরও ২ লাখ টাকা দিতে এখন নানাভাবে হুমকী ধামকী দিচ্ছেন।

সুদ ব্যবসায়ী আনারুলের দাবিকৃত অতিরিক্ত টাকা না দেয়ায় আমাকে মারপিট ও মামলার ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। এমনকি আমাকে ও আমার বিবাহিতা মেয়েকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমি একজন অসহায় গরীব মানুষ। বর্তমান আমি ওই টাকা পরিশাধে করতে বিভিন্ন এনজিও থেকে লোন নিয়ে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি। এসব কারণে আমার স্বামী আমাকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছে।

তিনি বলেন, সুদ ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে চড়া সুদের টাকা নেয়ার কারণে এলাকার গরীব মানুষ ব্যাপক ভাবে নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে যাচ্ছে। আমি সুদ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে সাংবাদিকদের মাধ্যমে আবেদন জানাচ্ছি।

এবিষয়ে শাহিদুজ্জামান শিপু আরও বলেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্যায় কখনও বরদাস্ত করবেন না। সরকারের সুনাম নষ্ট করতে এক শ্রেণীর মানুষ নানা ষড়যন্ত্র করে সরকারের উন্নয়নে বাঁধাগ্রস্থ করছে।
সুদ ব্যবসার নামে মানুষকে শোষণ করছে। গ্রামের অসহায় মানুষকে জিম্মি করে তাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করছে। আমি এসব নিয়ে প্রতিবাদ করায় গাংনীর এক শ্রেণীর মুখাশেধারী নেতা সুদ ব্যবসায়ীদের সমর্থন করছেন। জনগণের জন্য পুলিশ ভাল কাজ করে প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রতিহিংসা করছে একটি চক্র।

উল্লেখ্য গাংনীর এই সুদ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলাম ও অপর সুদ ব্যবসায়ী আবু হানিফের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৬৬৯ টি ফাঁকা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ও ৬২০ টি বিভিন্ন ব্যাংকের ফাঁকা চেকসহ এই দুজনকে আটক করেন। বেশ কিছুদিন হাজত খেটে জামিনে বেরিয়ে এসে এবার নতুন উদ্যোমে সুদ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর সাথে গাংনী উপজেলা শহরের কয়েকজন জন প্রতিনিধি যোগ দিয়ে অসহায় গরীব লোকজনকে অত্যাচার শুরু করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

গাংনীতে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা

কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি না মানা, মোড়কীকরণ বিধি অমান্য করা, অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়ায় মুড়ি তৈরি, পণ্যের ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ ও প্রদান না করা, তুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করাসহ নানা অভিযোগে একটি মুড়ি কারখানা ও একটি মুদি দোকানে ভ্রাম্যমান অভিযান চালিয়ে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা শাখা।

আজ সোমবার (৩ এপ্রিল) দুপুরের দিকে গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামের মা মুড়ি কারখানা ও মেসার্স সুমন স্টোর নামক তেল চিনির পাইকারি ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে এই অভিযান চালানো হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এই অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় তাকে সহযোগিতায় ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার মোঃ তারিকুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ মশিউর রহমান ও মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একদল পুলিশ সদস্য।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, মেসার্স মা মুড়ি মিলের কারখানায় কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি না মানা, মোড়কীকরণ বিধি অমান্য করা, অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়ায় মুড়ি তৈরিসহ নানা অপরাধে প্রতিষ্ঠানের মালিক মো: কিবরিয়াকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৩ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া পণ্যের ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ ও প্রদান না করা, মুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করায় মেসার্স সুমন স্টোর নামক তেল চিনির পাইকারি ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠান মালিককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৪৫ ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে দুটি প্রতিষ্ঠানে ৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। পরে গাংনী বাজারে তরমুজ ও ফলের দোকানগুলো তদারকি করা হয়। ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় ও ক্রয় ভাউচার সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে নামাজরত মুসল্লিসহ ৪ জনকে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম

ইফতার শেষে মসজিদে নামাজরত অবস্থায় হামলা চালিয়ে নারীসহ ৪ জনকে আহত করেছে প্রতিপক্ষরা।
আহতরা হলেন গাংনী উপজেলার বালিয়াঘাট গ্রামের খেদ আলীর ছেলে শাহিন (৪০), মখলেছুর রহমানের স্ত্রী তহমিনা খাতুন (৫০) তার ছেলে সাহারুল ইসলাম (৩৫) ও টোকন হোসেন (২২)। অপরদিকে হামলাকারী মোতালেব হোসেন (৩০) আহত হয়েছেন। গতকাল রবিবার মাগরিবের নামাজ চলাকালিন সময়ে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

রফিকুল ইসলামের ছেলে মোতালেব হোসেন ও নমাজ আলীর ছেলে আতাউল ইসলামের নেতৃত্বে ৩০/৪০ জন লোক দেশীয় অস্ত্র নিয়ে অতর্কিত এই হামলা চালায় বলে অভিযোগ করেন আহত টোকন হোসেন।

তিনি জানান, আমার পিতা মখলেছুর রহমান বাড়ির পাশে ১ শতক জমি দেড় লাখ টাকায় বিক্রি করেছেন। জমি বিক্রির দেড় লাখ টাকা একই গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে দালাল মোতালেব হোসেন নিয়ে নেন। গত শনিবার এনিয়ে গ্রাম্য সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সালিশ বৈঠকে দালাল মোতালেব হোসেন মাত্র ৫০ হাজার টাকা ফেরত দেন। গতকাল রবিবার মোতালেব হোসেন ও আতাউল হকের নেতৃত্বে সন্ধ্যায় হঠাৎ ৩০/৪০ জন লোক লাঠি শোঠা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়ে আমাদের রক্তাক্ত জখম করেন। আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেরের উপসহকারি মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) শরীফুল ইসলাম বলেন, শাহিন ও সাহারুল ইসলামের মাথায় রক্তাক্ত জখম হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে সবজির দাম দ্বিগুণ, করলা ও বেগুনে সেঞ্চুরি!

রমজানে ইফতারীর অন্যতম অনুসঙ্গ বেগুনি। আর এটি ছাড়া ইফতার যেন বেমানান। তাই সবজি ব্যবসায়িরাও রমজান মাসটিকে বেশ আশীর্বাদ মনে করে। তবে বেগুন ব্যবসায়িদের জন্য আশীর্বাদ হলেও রমজানে বেগুন অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্রেতা সাধারনের কাছে। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে ব্যবসায়িরা বেগুনের দাম হাফ সেঞ্চুরি থেকে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। করলার দাম এখন ১০০ থেকে ১২০ টাকা কেজি। অন্যান্য সবজির দাম ১৫ টাকা থেকে ২০ টাকা বাড়লেও বেগুনের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে জ্যামিতিক হারে। ব্যবসায়িরা বলছে, চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অপ্রতুল তাই দাম বেড়েছে। বাজার মনিটরিংয়ের দাবী ক্রেতা সাধারণের। বেশি দামে কেউ পন্য বিক্রি করলে প্রশাসন আইনী ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানালেও বিক্রেতারা তাদেও ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন।

রমজানের ৫ম দিন(২৮মার্চ)মঙ্গলবার মেহেরপুরের সবচেয়ে বড় বাজার গাংনীর বাজােও গিয়ে দেখা গেছে, রমজানের আগের বেগুন ৪৫ টাকা থেকে বেড়ে এখন ৮০ টাকা থেকে ১০০ টাকা, করলা ১০০ টাকা থেকে ১২০ টাকা,গাজর ৫০ টাকা থেকে ৭০ টাকা, শসা ৫৫ টাকা থেকে ৭০ টাকা, লেবু ২৫ টাকা হালি থেকে বেড়ে ৪৫ টাকা, কলা এক হালি ২৫ টাকা, পেঁয়াজ ৫০ টাকা আর ঢেঁড়স ৮০ টাকা । ক্রেতারা বলছেন কয়েকদিনের ব্যবধানে সবজির আকাশ চুম্বী দাম। এতে বাজারের আগুণে পুড়ছে ক্রেতাদের পকেট।

গাংনী তহবাজার ও ঐতিহ্যবাহী ব্যবসা কেন্দ্র বামন্দী বাজার ঘুরে দেখা গেছে, ইফতারী পণ্যের দাম আকাশ ছোঁয়া। কয়েকদিনের ব্যবধানে কিছু কিছু পন্যের দ্বিগুণ দাম বেড়েছে। আবার কোনটা বেড়েছে অর্ধেক। তবে করলা, বেগুণ ও শসা খিরার দামে ক্রেতারা দিশেহারা। বেগুন ১০০ টাকা, গাজর ৮০ টাকা, শসা ৭৫ টাকা কেজি দরে, লেবু এক হালি ৪০ টাকা থেকে ৫০ টাকা, পাকা কলা এক হালি ৩০ টাকা, পেঁয়াজ ৬০ টাকা, রসুন ১০০ টাকা, ঢেড়স ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাংসের বাজারের চিত্রও পাল্টেছে রমজানের ব্যবধানে। গাংনীর কয়েকটি বাজারে দেখা গেছে খাসির গোস্ত ৮০০ টাকা ৮৫০ টাকা, গরু ৬৫০টাকা, ব্রয়লার ২৫০ টাকা, সোনালী ৩৩০ টাকা, দেশি ৫৫০ টাকা। মঙ্গলবার সকালে দেখা গেছে, খাসি ৮৫০ টাকা, গরু ৬৫০ থেকে ৭০০ টাকা, ব্রয়লার

২৫০ টাকা থেকে ২৭০ টাকা, সোনালী ৩৫০ টাকা আর দেশি মুরগী বিক্রি হচ্ছে ৫০০টাকা থেকে ৫৫০ টাকা কেজি।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মুল্যও বেড়েছে। ছোলার দাম ৬৫ টাকা থেকে ৮০ টাকা, চিনি ১১০ টাকা থেকে ১২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অন্যান্য জিনিসের মুল্য রয়েছে অপরিবর্তীত।

মাঠ পর্যায়ের কৃষক ও বাজারে ক্রেতা সাধারণের সাথে আলাপকালে তারা জানান, প্রতি রমজানে ব্যবসায়িরা সিন্ডিকেট করে দাম বৃদ্ধি করে। এবার নিত্য পণ্যের দাম কিছুটা স্থীতিশীল হলেও সবজি ব্যবসায়িদের পোয়া বারো। তারা এক সপ্তাহ আগে থেকেই কৃষকদের কাছ থেকে অগ্রীম টাকা দিয়ে বেগুন শসা খিরাসহ অন্যান্য সবজি কিনে রেখেছে। এখন সুযোগ বুঝে অতিরিক্ত দাম হাঁকছেন। এ সময় বাজার মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী।

গাংনী বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ি মকলেচুর রহমান জানান, রমজান মাসে অন্যান্যবার দাম বাড়লেও এবার নিত্যপণ্যের বাজার স্থীতিশীল। ছোলার দামটা ১০/১৫ টাকা বাড়তি। তবে সবজির দামটা বেড়েছে আশঙ্কাজনক হারে যা ক্রেতা সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে।

স্থানীয় সবজি ব্যবসায়িরা বলছেন, প্রতিবারই রমজান মাস আসলে ইফতারী পণ্যের সংকট দেখা দেয়। বিশেষ করে বেগুন শসা খিরা ও করলা এগুলো যেন সোনার হরিণ। চাষিরা ক্ষেত থেকে তুলে এনে আড়ৎ কিংবা ফড়িয়াদের কাছে বিক্রি করলে খুচরা বাজারে দাম কম থাকে। কিন্তু এ সময়টাতে রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়িরা সরাসরি চাষিদের কাছ থেকে চড়া দামে এসব সবজি কিনে নেয়ায় স্থানীয়ভাবেও দাম বেড়ে গেছে। এক সপ্তাহ আগেও খুচরা বাজারে বেগুন বিক্রি হতো মাত্র ২০/২৫ টাকা কেজি। কিন্ত্র এখন আর আগের মতো বেগুন পাওয়া যাচ্ছে না তাই দামও আগুণের মতো। রমজানে করলার তরকারি বেশি জনপ্রিয় হওয়ায় তার দামও বেড়েছে দ্বিগুনেরও বেশি।

সবজি ক্রেতা,মাসুম,শামিম,ও মজনুর রহমান জানান, রমজানের আগে আমাদের স্থানীয় বাজারে দুএকশ

টাকার সবজি কিনলে ব্যাগ ভর্তি হয়ে যেত। যা আমাদের পরিবারের এক সপ্তাহের সবজির চাহিদা পুর্ণ হতো। রমজানের প্রথম দিন থেকে ৫০০ টাকার সবজি কিনেও ব্যাগ ভর্তি হচ্ছেনা। সবজির দামে আমরা দিশেহারা হয়ে পড়েছি। প্রশাসনের লোকেরা বাজার মনিটরিং করতে আসছে ঠিকই কিন্তু সবজির দামতো আর সরকার নির্ধারিত না। যার কোন মুল্য

তালিতা টানানো নেই। ব্যবসায়ীরা যা বলছেন তা দিয়েই আমাদের কিনে খেতে হচ্ছে। যা করেই হোক সংসারের চাহিদা মেটাতেই হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দীকা সেতু জানান, রমজান শুরুর পরপর বাজার মনিটরিং শুরু করা হয়েছে। ব্যবসায়িদের সাথে কথা বলা হয়েছে। বেশি দামে পন্য বিক্রি করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে সতর্ক করা হয়েছে। নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হবে এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে বলেও জানান তিনি।

গাংনীতে ফুটপাত থেকে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই ইজারাদারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

গাংনীতে ফুটপাত থেকে প্রতিদিন ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই ইজারাদার আব্দুস সামাদ ও মো. বাবুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।

আজ বুধবার গাংনী আমলি আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়াত উল্লাহ এ আদেশ আদেশ দেন। গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিলে, বিজ্ঞ বিচারক প্রতিবেদনে তাদের চাঁদাবাজির সত্যতা পেয়ে এ আদেশ দেন।

আদালতের নির্দেশে ফুটপাতের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেছে তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আ: রাজ্জাক। তদন্তকারী কর্মকর্তা তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে নির্বাহী প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ, গাংনী পৌরসভার মেয়র এবং গাংনী থানা পুলিশ গাংনী পৌরসভাধীন বিভিন্ন সড়কের ফুটপাতে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদপূর্বক জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেছেন।

প্রতিবেদনে ইজারাদার মো: আ: সামাদ ও মো: বাবু এর বিরুদ্ধে

ফুটপাতের দোকান থেকে চাঁদা আদায়ের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে বলেও উল্লেখ করা হয়। আদালত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দুই ইজারাদারের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অপরাধ আমলে নিয়ে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন।

উল্লেখ্য, এর আগে গাংনীর ফুটপাত হকারদের দখলে উল্লেখ করে স্থানীয় একটি পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ফুটপাতের হকারদের নিকট থেকে কতিপয় ব্যক্তি প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা চাঁদা হিসেবে আদায় করা হয় বলেও সংবাদে উল্লেখ করা হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি গাংনী আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়াত উল্লার নজরে এলে তিনি স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ফুটপাত দখলমুক্ত করার আদেশ জারি করেন।

আদেশে গাংনী পৌরসভার মেয়রকে ফুটপাত দখলমুক্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হয়। উচ্ছেদ কাজে সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং থানার অফিসার ইনচার্জকে সহযোগিতার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। একই সাথে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জকে উচ্ছেদের পরে পুনরায় ফুটপাত দখলকারীদের বিরুদ্ধে আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হয়। আজ প্রতিবেদন প্রাপ্তির জন্য দিন ধার্য ছিল।

তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক প্রতিবেদন দাখিল করেন। শুধু হাট বারের দুই দিন ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে টাকা তোলার অনুমোদন থাকলেও ইজারাদাররা প্রতিদিন ফুটপাতের এক একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৪০ থেকে ৫০ টাকা করে চাঁদা আদায় করতেন বলে উল্লেখ করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে আজ দুইজন ইজারাদারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত।

গাংনীর কাজীপুরে জমি নিয়ে

বিরোধ প্রতিপক্ষের হামলায় বাবা-ছেলে জখম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামে শরিকানা জমি দখল নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় বাবা ও তার ছেলে রক্তাক্ত জখম হয়েছেন। জখমকৃতরা হলেন-কাজীপুর গ্রামের হাজীপাড়ার মৃত হেকমত আলীর ছেলে আবুল কালাম (৫০) ও তার ছেলে সাগর আলী (১৭)।

তবে অন্যপক্ষের একই পাড়ার আব্দুল খালেক এর স্ত্রী আসমা খাতুন
(৪৫) আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে তার পরিবার। গতকাল মঙ্গলবার সকালে কাজীপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

আহত আবুল কালাম জানায়, কাজীপুর গ্রামের আব্দুল খালেক শরিকানা সোয়া ১ শতক ও ক্রয়কৃত ২শতক জমি মিলে সোয়া ৩শতক জমিতে বসবাস করার জন্য ঘর নির্মাণ করছেন। শরিকদের কাছ থেকে একদাগে জমি বুঝে ও ক্রয় করে ঘর নির্মাণ করে আসছিলেন খালেক । ইতোমধ্যে ওই দাগের আরো কয়েক শতক জমি অন্যের কাছে গোপনে বিক্রি করেন খালেক। বিক্রি করা জমি ক্রেতাকে বুঝে দেয়ার সময় খালেক এর ভাই আবুল কালাম তাতে বাঁধা দেয়। এসময় খালেক ও তার ছেলেসহ ভাড়াটিয়া লোক দিয়ে কালাম ও তার ছেলে সাগরকে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করেন। এসময় রক্তাক্ত বাবা- ছেলেকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

আহত আবুল কালাম আরও জানান,খালেক তার গুন্ডা দিয়ে আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা করেছিলেন। আমি ও আমার ছেলে কোন রকম প্রাণে বেঁচে গিয়েছি । এলাকার কিছু ক্যাডার দ্বারা খালেক জোরপূর্বক জমি দখলের চেষ্টা করছেন।

এদিকে, আহত আবুল কালাম মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে আব্দুল খালেক এর পরিবার জানায়,আমাদের শরিকানা জমি বিক্রি করেছি। যার বৈধ্যতা রয়েছে। এবং কালামের লোকজনই আমাদের উপর হামলা করেছে।

গাংনীর সাহারবাটিতে পুত্রের হামলায় পিতাসহ আহত-৩

মেহেরপুরের গাংনীর সাহাবাটি গ্রামে জমি ভাগাভাগি করে না দেয়ায় দুই পুত্রের হামলায় পিতা রেজাউল হক (৭০) তার ছেলে ইসরাফিল(৪৬) ও সামসুজ্জোহা (৪৪) আহত হয়েছেন।

আজ বুধবার সকালে সাহারবাটি পোড়াপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃদ্ধ রেজাউল চিকিৎসা নিচ্ছেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে।

আহত বৃদ্ধ রেজাউল হক জানান, সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার একটি জমিতে কাজ করছিলাম। এসময় আমার বড় ছেলে নজরুল মাঠে গিয়ে আমাকে জমি থেকে বের করে দেয় এবং ওই জমি আমাকে তার নামে লিখে দিতে বলে। আমি বাড়ি চলে এসে আমার অন্য ছেলেদের বিষয়টি বল্লে আমার অন্য দুই ছেলে ইসরাফিল ও সামসজ্জোহাকে জানায়।

তারা বিষয়টির প্রতিবাদ করলে বড় ছেলে শরিফুল ও ছোট ছেলে নজরুল আমাকে ও আমার দুই ছেলে ইসরাফিল ও সামসজ্জোহাকে লাঠি ও লোহার রড দিয়ে মারতে থাকে। এতে আমি ও আমার দুই ছেলে মারাত্নক আহত হলে প্রতিবেশিরা ছুটে এসে আমাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। আমার দুই ছেলের পায়ে ও পেটের আঘাত মারাত্বক ও আশংকা জনক হওয়ায় তাদের কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

অন্যদিকে হামলাকারি নজরুল ও শরিফুলের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তাদেও পাওয়া যায়নি।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক জানান, পিতা পুত্রের মারামারির বিষয়টি শুনেছি।এবিষয়ে এখন পর্যন্ত কেউ অভিযৈাগ করেনি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীর গাঁড়াডোবে রাস্তায় বাঁশের বেড়া এক পরিবারকে ঘরবন্দী রাখার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের গাঁড়াডোব গ্রামের মাঠপাড়ার এক প্রভাবশালী পরিবার যাতায়াতের রাস্তার বাঁশের বেড়া দিয় ঘিরে দেয়ায় একটি হতদরিদ্র পরিবার প্রায় গৃহ বন্দি হয়ে পড়েছে। কোন উপায় না পেয়ে পুলিশের দ্বারস্ত হতে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন ভূক্তভোগি আনোয়ার হোসেন নামের ওই ব্যাক্তি।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গাঁড়াডোব গ্রামের মাঠপাড়ার ইউসুফ মালিথার ছেলে দরিদ্র আনোয়ার হোসেন দীর্ঘ ৩০ বছর যাবত একটি জমি ক্রয় করে বসবাস করে আসছেন। আনোয়ার হোসেনের পরিবারের লোকজন বাড়ি থেকে বের হওয়ার রাস্তাটি ব্যবহার করে আসছে দির্ঘদিন। ওই রাস্তাটি খাস জমি হিসাবে ব্যবহার করে আসছেন তিনি। হঠাৎ রবিবার বিকেলে প্রতিবেশী মৃত জবেদ আলীর ছেলে শেমাইল ও তার লোকজন রাস্তাটি কাঁটার বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয়। এনিয়ে আনোয়ার হোসেন প্রতিবাদ করতে গেলে,শেমাইল ও তার লোকজন পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। এ বিষয়ে আনোয়ার হোসেন বাদি হয়ে ওই গ্রামের শেমাইল,আজগর আলী ও বাবর আলীর নামে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন।

এ বিষয়ে আনোয়ার হোসেন জানান,রাস্তাটি ঘিরে দেয়ায় আমার পরিবার-পরিজন নিয়ে রাস্তা দিয়ে বেরাতে পারছিনা। আমার প্রতিবন্ধী কন্যা সন্তান রয়েছে। মাঝে মাঝে সে অসুস্থ্য হয় । অসুস্থ্য হলে তো রাস্তা দিয়ে বেরাতে হবে। সে সুযোগ টুকুও নেই।

এদিকে,শেমাইল পরিবারের সাথে এ বিষয়ে কথা বললে,তারা জানায় হামলার কোন ঘটনা ঘটেনি। রাস্তা ঘেরা হয়েছে ক্ষোভের কারণে। তবে রাস্তায় দেয়া বেড়া তুলে নেয়া হবে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান,অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত পুর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।